স্বৈরশাসক দমন করুন

রাসুল (সা.) "সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায়কে নিষেধ করার" ইসলামী নীতির উপর জোর দিয়েছেন। "

শুধুমাত্র বিবেক দিয়ে প্রতিবাদ করে মানুষ একটি সহজ লাভের শক্তিশালী প্রলোভনকে প্রতিহত নাও করতে পারে, বিশেষ করে যখন সেই প্রলোভনকে আইনি রায় সমর্থন করে।

এই নীতিটি ব্যক্তি এবং সম্প্রদায় দুই স্তরেই কাজ করে এবং বলে যে যেখানেই কিছু ভুল আছে, সেখানেই ন্যায্যতা, ন্যায়বিচার এবং পুণ্য নিশ্চিত করার জন্য জনগণকে এর বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। নবী এই নীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য প্রত্যেকের বিশ্বাসের বোধকে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন: **"যে ব্যক্তি কোথাও কোন অন্যায় করতে দেখে তার উচিত কাজ দিয়ে তা পরিবর্তন করা। কাজ দিয়ে যদি না পারে তাহলে যেন সে মুখ দিয়ে প্রতিহত করে। সে যদি মুখ দিয়ে না পারে তাহলে যেন মনে মনে অপছন্দ করে বা নিন্দা করে। তবে সেটি হবে তার দূর্বলতম ইমান।"**[মুসলিম]

এই নীতি সমাজের সকল স্তরে এবং আচরণের সকল ক্ষেত্রে কাজ করে। যা কিছুই খারাপ সেটাই নিন্দার দাবিদার এবং খারাপকে বদলে দেওয়া উচিৎ। যখন খারাপ কিছু দেখলেও বদলানো সম্ভব হয় না, কিন্তু অহরহই এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটতেই থাকে তখন একজন ঈমানদারের তীব্র ঘৃণা থাকা উচিৎ খারাপের প্রতি এবং কৌশলে পরিবর্তন করার মনোভাব এবং তীব্র প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

অবিচার, অন্যায় হয়তো রাষ্ট্র তার শক্তি দিয়ে সমর্থন করতে পারে। ইতিহাসে এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যেখানে স্বৈরতন্ত্র বড় এবং ছোট সম্প্রদায়ের উপর অবিচার করেছে। আমাদের বর্তমান যুগে এই অবিচারই চলছে, এমনকি প্রত্যেকটি মহাদেশেই এই অবিচার, অত্যাচার চলছে। প্রকৃতপক্ষে, কিছু ঐতিহাসিক বিংশ শতাব্দীকে "স্বৈরশাসকদের যুগ" বলে অভিহিত করেছেন।

এই স্বৈরশাসকদের কিছু বর্বরতা কল্পনারও বাইরে। যদিও, স্বৈরাচার তখনই বিকশিত হতে পারে যখন জনগণ এর শিকড় প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়। যখন শাসকরা তাদের নেতৃত্বের শুরুর দিনগুলিতে আইনকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে, এবং এটা বুঝতে পারে যে তারা এই আইনকে ফাঁকি দিয়ে বেচে যেতে পারবে, তখন তারা জুলুম করার দিকে ধাবিত হয়।

শুরুতেই যদি জনগন এদের বিরুদ্ধে দাড়াতো, তাহলে অন্তত যারা ভবিষ্যতে নিজেদের স্বৈরশাসক রুপে আত্মপ্রকাশ করবে বলে ভেবেছে, তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতো।

নবি অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোকে একজন মুসলমানের সর্বোত্তম কাজগুলির মধ্যে একটি কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "শহীদদের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন হামজাহ আর সর্বোত্তম হচ্ছেন তিনি যিনি একজন স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, তাকে কী করতে হবে এবং কী থেকে বিরত থাকতে হবে সেটা বলেছেন বলে স্বৈরশাসক তাকে হত্যা করেছে।"[হাকিম]

এটা আমরা খুব ভালো করেই জানি যে, একজন শহীদকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জান্নাত দিয়ে পুরুষ্কৃত করবেন।একজন মানুষ যখন স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং শহীদ হবে তখন আল্লাহ তাকে জান্নাতে সর্বোচ্চ আউলিয়াগনের সাথে শরীক করবেন।

জান্নাতই হবে তার জন্য পুরুষ্কার যে একজন স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিহত হলো, তখন সমগ্র সম্প্রদাইয়ের উচিৎ স্বৈরাচারকে থামানোর চেষ্টায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠা।

রসূল (সাঃ) সতর্ক করেছেনঃ "তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে, অন্যায়কে নিষেধ করবে এবং অত্যাচারি হওয়া থেকে বিরত থাকবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের সমগ্র সম্প্রদায়কে শাস্তি দেবেন।“[আবু দাউদ, তিরমিযী]

Compiled From: "Muhammad: His Character and Conduct" - Adil Salahi